জিলাঃ বগুড়া

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী বিবিধের অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ
বিচারপতি সৈয়দ মোঃ জিয়াউল করিম
এবং
বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৯৩০১/২০১২

শিরোনাম ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১ এ ধারার বিধান মতে বিবিধ মামলা।

পক্ষগণ ঃ
মোঃ মিলন হোসেন
---- অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী।
বনাম
রাষ্ট্র ও অন্য একজন
--- প্রতিপক্ষ।

বিজ্ঞ কৌসুলিগণ ঃ
দরখাস্তকারীর পক্ষে
---কেহ উপস্থিত নাই।

বেগম শাকিলা রওশন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
বেগম শারমিনা হক, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোঃ সরোয়ার্দী, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-----রাষ্ট্রপক্ষ।

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ১৯/১১/২০১৪।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

"মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় কর্তৃক নিষ্পত্তির জন্য অত্র বেঞ্চে প্রেরিত।"

অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে এই মর্মে অপরপক্ষদের প্রতি কারণ দর্শানো পূর্বক রুল জারী হয় যে, বগুড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ১ নং ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন নারী ও শিশু ১০২/১০ নং মামলা, যাহার জি,আর, নং ৭৮৪/২০০৯, যাহা বগুড়া সদর থানার ২৪/১০/২০০৯, তারিখের ৬০ নং মামলা এবং যাহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, (পরবর্তীতে শুধু আইন হিসাবে অভিহিত হইবে)-এর ১১ (খ) (গ)/৩০ হইতে উদ্ভুত, তাহার বিচার কার্যক্রম কেন বাতিল করা হইবে না এবং দরখাস্তকারী ন্যায়তঃ আর যে সকল প্রতিকার পাইতে পারেন তাহার ও আদেশ দেওয়া হইবে না।

রূলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, ২ নং অপরপক্ষ সংবাদদাতা হিসাবে বগুড়া সদর থানায় অভিযোগ করেন যে, অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীর সঙ্গে তাহার মেয়ে ভিকটিম মোসাঃ শাসসুন্নাহার সোনিয়ার বিবাহ দেন এবং বিবাহের পর হইতে অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য এজাহার নামীয় অভিযুক্তকারীগণ তাহাকে যৌতুকের জন্য নির্যাতন করেন। সর্বশেষ গত ০৯/১০/২০০৯ তারিখে ভিকটিমের নিকট ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করেন। তাহা দিতে অস্বীকার করায় অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য আসামীগণ তাহাকে মারপিটসহ ভয়ভীতির হুমকি দেয়।

উক্ত অভিযোগ বগুড়া সদর থানায় আইনের ১১(ক) ও (গ) ধারায় ২৪/১০/২০০৯ তারিখে ৬০ নং মামলা হিসাবে রুজু হয়। অতঃপর বগুড়া সদর থানার পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনার তদন্ত পূর্বক অপরাধের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীসহ আরো ২ জনের বিরুদ্ধে আইনের ১১ (গ)/৩০ ধারায় অভিযোগপত্র দায়ের করেন।

অতঃপর মামলাটি বিচার নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগপত্র দাখিলের পরে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিলে নারী ও শিশু ১০২/২০১০ নং মামলা হিসাবে নিবন্ধিত হয়।

ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক ১০/১১/২০১০ তারিখ কেবলমাত্র অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আইনের ১১ (গ) এবং (ঘ) ধারায় অভিযোগ গঠনের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হইয়া অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম বাতিলের নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করিলে অত্র রুলটির উদ্ভুত হয়।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তকারীপক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলী জনাব এম,এ হাই সরকার রুলের স্বপক্ষে নিবেদন করেন যে, ভিকটিমকে অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী ঘটনার পূর্বে ২ তালাক প্রদান করিয়াছিলেন এবং সর্বশেষ

তাহাকে ০৪/১১/২০০৯ তারিখে তৃতীয় তালাক প্রদান করেন। যেহেতু তৃতীয় তালাকের পূর্বে এবং দ্বিতীয় তালাকের পরে ঘটনার তারিখ দেখিয়া অযথা দরখাস্তকারীসহ অভিযুক্তকারীদের হয়রানি করা মানষে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন যাহা আইনের অপপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কিছু নহে বিধায় মামলার বিচার কার্যক্রম বাতিলের নিবেদন করেন এবং রুলটি চূড়ান্ত হওয়া আইনসঙ্গত বলিয়া নিবেদন করেন।

অন্যদিকে সংবাদদাতা ২ নং অপরপক্ষে রুলটির বিরোধীতা করার জন্য কেহ হাজির নাই, তবে ১ নং প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রপক্ষ বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল রুলের বিরোধীতা করিয়া নিবেদন করেন যে, অত্র মামলায় ট্রাইব্যুনালে ইতোপূর্বে অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে, যাহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২৮ ধারা অনুযায়ী আপীলযোগ্য কিন্তু উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের না করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী দাখিলকৃত অত্র দরখাস্ত রক্ষণীয় নহে।

বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল আরো নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষের তথা অভিযুক্তের বক্তব্যের উপর নির্ভর (ডিফেন্স মেটেরিয়ালস) করিয়া অত্র মামলার কার্যক্রম বাতিল করা যায় না এক্ষেত্রে বিজ্ঞ কৌসুলী

৪৮ ডি,এল,আর (এডি) ২১৩, রেহেনা খাতুন বনাম আবুল হোসেন মামলার সিদ্ধান্ত নজির হিসাবে উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল আরো নিবেদন করেন যে, যেহেতু অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী মামলার কার্যক্রম বাতিলের প্রধান কারন হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন অভিযুক্ত-আপীলকারী এবং ভিকটিমের বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে তথা আপীলকারী ভিকটিমকে তালাক দিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি আরো নিবেদন করেন যেহেতু বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয় সেহেতু বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক মামলায় বিচারকার্যক্রম বাতিল করা সমীচীন নহে।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীদের বক্তব্য শ্রবণসহ নথিতে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করিলাম। নথিদৃষ্টে লক্ষণীয় যে, এজাহারে ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে এবং ইহাও উল্লেখিত যে, অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী ভিকটিমকে সর্বশেষ ০৪/১১/২০০৯ তারিখে তালাক প্রদান করিয়াছেন কিন্তু মামলার ঘটনার তারিখ হিসাবে উল্লেখ আছে ০৯/১০/২০০৯ তারিখ। অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীর বক্তব্য এবং এজাহার এর বক্তব্য ইত্যাদি মূল্যায়ন করিলে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, মোকদ্দমার সঙ্গে তথ্যগত বিরোধ (question of facts) ওতোপ্রোতভাবে জড়িত যাহা কেবলমাত্র উভয়পক্ষের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ পূর্বক তাহা বিচার বিশ্লেষণক্রমে নিষ্পত্তি সম্ভব।

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারাটির পরিধি প্রথমে বিশ্লেষণ করিবার জন্য ধারাটি নিম্নে অনুলিখন করা হইলঃ-

> "561A: Saving of inherent power of High Court Division-Nothing in this Code shall be deemed to limit or affect the inherent power of the High Court Division to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Code, or to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice".

"ধারা-৫৬১এঃ হাইকোর্ট বিভাগের অর্ন্তনিহিত ক্ষমতার সংরক্ষণ-এই বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কার্যকরী করার জন্য, বা কোন আদালতের কার্যধারার অপব্যবহার রোধ করার নিমিত্তে কিংবা অপর কোন ভাবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার নিমিত্তে আদেশ প্রদানের বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে, এই আইনের কোন কিছু তা সীমাবদ্ধ বা ক্ষুণ্ন করে বলে গণ্য করা যাইবে না।

এই ধারার বিধান অনুযায়ী অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তিনটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারেঃ (১) এই বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ কার্যকরী

করার জন্য, (২) আদালতের কোন কার্য্যক্রম যাহাতে অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য বা (৩) ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিতে।

এই ধারা হাইকোর্ট বিভাগকে এই বিধিতে কল্পিত হয় নাই এমন আবেদন গ্রহণ করারও ক্ষমতা দেয়। যদিও আবেদনটি এই বিধির কোন বিধান অনুযায়ী পেশ করা হয় নাই, কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করে যে, ন্যায়বিচারের খাতিরে এই আবেদন গৃহীত হওয়া উচিত, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ আবেদন গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবেন। কোন বিশেষ অবস্থা বিহিতের যেখানে কোন বিধান নেই সেখানে হাইকোর্ট বিভাগ কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের না করিলেও উক্ত বিভাগ তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিম্ন আদালতের অভিমত যে ভিত্তিহীন হইয়াছে অথবা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে তাহা সংশোধন করতে পারেন।

আমাদের সর্বোচ্চ আদালত বিভিন্ন মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার পরিধি এবং অধিক্ষেত্রে বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম বাতিলের (কোয়াশিং) এর বিষয়টি মীমাংসা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে ২৮ ডিএলআর(এডি) ৩৮, আবদুল কাদের চৌধুরী-বনাম-রাষ্ট্র মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত নজির হিসাবে প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, ”Interference even at initial stage may be justified where the facts are so preposterous that

even on the admitted facts no case can stand against the accused and that a further prolongation of the prosecution would amount to harassment to an innocent party and abuse of process of the Court. Besides, some categories of cases may also be indicated where the inherent jurisdiction can and should be exercised for quashing the proceeding. There may be cases where it may be possible for the High Court to take the view that the institution or continuation of criminal proceedings against an accused person may amount to the abuse of the process of the Court or that the quashing of the impugned proceedings would secure the ends of justice. If the criminal proceeding in question is in respect of an offence alleged to have been committed by an accused person and it manifestly appears that there is a legal bar against the institution or continuance of the said proceedings the High Court would be justified in

quashing the proceedings on that ground. Cases may also arise where the allegations in the first information report or complaint even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not constitute the offence alleged, in such cases no question of appreciating evidence arises, it is a matter of merely looking at the complaint or first information report to decide whether the offence alleged is disclosed or not. In such cases it would be legitimate for the High Court to hold that it would be manifestly unjust to allow process of the criminal Court to be issued against the accused person. A third category of cases in which the inherent jurisdiction of the High Court can be invoked may also arise. In cases falling under this category the allegations made against the accused person do constitute an offence alleged but there is either no legal evidence adduced in support of the case

or the evidence adduced clearly or manifestly fails to prove the charge. "

একইরূপ অভিমত গৃহিত হয় ১৭ বিএলডি(এডি) ৪৪, আলী আঞ্চাস-বনাম-এনায়েত হোসেন মামলায় যেখানে কি কি কারণে বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় বাতিল (কোয়াশ) করা যায় তাহার ক্রমিক অনুযায়ী ৫টি অভিমত গৃহিত হইয়াছে। যথাঃ-

"(1) Interference even at an initial stage may be justified where the facts are so preposterous that even on the admitted facts no case can stands against the accused.

(2) Where institution or continuance of criminal proceedings against an accused person may amount an abuse of the process of the Court or when the quashing of the impugned proceedings would secure the ends of justice.

(3) Where there is a legal bar against institution or continuance of a criminal case against accused persons.

(4) In a case where the allegations in the first information report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not constitute the offence alleged and in such cases no question of weighing and appreciating evidence arises.

(5) The allegations made against the accused person do constitute an offence alleged but there is neither no legal evidence adduced in support of the case or the evidence adduced clearly or manifestly fails to prove the charge."

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণের স্বার্থে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৩১ ডিএলআর (এডি) 69, Bangladesh–vs-Tan kheng Hock মামলায় হাইকোর্টের

অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, যাহার অংশ বিশেষ অত্র মামলার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যেঃ-

"Section 561A does not confer a new power upon the High Court. All that this section does is that it declares that such inherent powers as the High Court may possess have not been taken away or abridged by any of the provisions of the Code of Criminal Procedure. The High Court is not given nor did it ever possess, unrestricted and undefined power to make any order, it might be pleased to consider, was in the interest of Justice. Its inherent powers are much controlled by principle and precedents as are its expressed powers conferred under the statute. The High Court can not exercise its inherent power unless it is absolutely necessary for carrying out the other provisions of the Code or for doing Justice,

that is, to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of Justice. "

প্রত্যেকটি মামলার ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সংঘটিত হয়। ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য আপনা আপনিই প্রকাশ পায়, যাহার স্বরুপ নিজেই জানান দেয় যে, তাহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী বাতিলযোগ্য কিনা? এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ৪০ ডিএলআর(এডি), ৬৯ মোঃ শামসুদ্দিন ওরফে লম্বু গং-বনাম-রাষ্ট্র গং মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত নজির হিসাবে প্রণিধানযোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"The question is whether such proceeding is liable to be quashed. Inherent power has been given “to prevent the abuse of the process of the Court otherwise to secure the ends of justice.” In series decisions of the Court and of other Courts, the scope of extent of section 561A Code of Criminal Procedure had been detailed. Whether the proceeding is to be quashed depends upon the facts of the case itself."

ট্রাইব্যুনালের আদেশ এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার এখতিয়ার হাইকোর্টের আছে তাহা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত, এক্ষেত্রে ৩৬ ডিএলআর ২৪০, বৈদ্যনাথ কর-বনাম-রাষ্ট্র মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত নজির হিসাবে প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "High Court Division's Jurisdiction under section 561A over the proceeding of special Tribunal."

একইরূপ অভিমত গৃহিত হয় ৩৭ ডিএলআর ৫৯, আবুল হোসেন গং-বনাম-রাষ্ট্র- মামলায় যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"High Court Division's jurisdiction to interfere with the tribunals judgment or order under section 561A of the Cr.Pc code to prevent abuse of process of Court. In the case of Bangladesh-Vs-Shajahan Seraj reported in 32 DLR(AD) 1, by a majority decision it has been held that although this Court has no power to revise any order, judgment or sentence passed under the Special Powers Act, but this Court has

jurisdiction under section 561A of the Cr.P.C. in an appropriate case under the Special Powers Act to prevent the abuse of the process of any Court to secure the ends of justice."

ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৩২ ডিএলআর(এডি) ১, (১৯৮০) বাংলাদেশ-বনাম-শাহজাহান সিরাজ মামলায় গৃহীত অভিমত/সিদ্ধান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"This is the constitutional set-up as laid down in Article 114 of the Constitution. This Article read with Articles 115 and 116 of the Constitution makes all other Courts and Tribunals which may be established by or under any legislation sub-ordinate to the High Court. Also, as the High Court Division has, under Article 102 of the Constitution, the power to interfere with the proceedings of such Tribunals, it cannot be said that they are not inferior to the High Court Division.

I am, therefore, of the view, that the High Court Divison can, under Section, 561-A exercise its limited jurisdiction in the proceedings before the Special Tribunals."

যেহেতু মামলাটিতে (question of facts) তথ্যগত বিরোধ যেমন প্রকট তথা আপীলকারী ভিকটিমকে কোন তারিখ তালাক দিয়াছেন কিংবা তালাকের নোটিশ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত/ জারী হইয়াছে কিনা? তাহা যেমন প্রমাণের বিষয়, তেমন উক্ত বক্তব্য অভিযুক্ত-আপীলকারী পক্ষের তথা অভিযুক্তের বক্তব্য (Defence Metarials)। যাহার কোনটাই ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী বিবেচনায় নিয়া বিচারাধিন মামলার বিচার কার্যক্রম বাতিল করা যায় না। এক্ষেত্রে ৪৮ ডি,এল,আর (এডি)২১৩, রেহনা খাতুন বনাম আবুল হোসেন মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত নজির হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"A criminal proceeding cannot be queshed on the basis of defence metarials which are still not part of materials for prosecution. The High Court Division deviated from a well known norm of disposal of an application for quashing criminal

proceeding by taking into account the defence version of the case”

৪২ ডি,এল,আর(এডি)৬২, এস,এম খলিলুর রহমান-বনাম- রাষ্ট্র মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

“Where dispute facts are invalved, evidence will be necessary to determine the issue. The appellants have produced an order of temporary injunction against the complainant’s party this must considered along with the other evidence during the trial. Their application for quashing the proceedings is found to have been rightly refused by the High Court-Division.”

একইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, ৫৭ ডি,এল,আর ৫৪৬, ৩২ ডি,এর,আর,১৮২,৩১ডি,এল,আর,(এস,সি)৬৯,২৬ডি,এল,আর(এস, সি) ৬৯, ১৯, ডি,এল,আর(এস,সি) ৩৬৯, মামলা সমূহে।

আপীলকারী বক্তব্য হইতেছে ঘটনার পূর্বে ২ দুই তালাক দিয়াছেন এবং তৃতীয় তালাকের পূর্বে ভিকটিমের পিতা এজাহারকারী হিসাবে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। তালাকের কাগজপত্রও আপীলকারী নিম্ম

আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। এই বক্তব্য বিবেচনায় প্রতিয়মান যে, মামলাটিতে তথ্যগত বিরোধ (question of fact) যেমন প্রকট তেমনই যে তথ্য উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহা অভিযুক্ত-আপীলকারীর উপস্থাপিত বিষয়/তথ্য (defence metarial) বটে, যাহার বিরোধ যেমন নিষ্পত্তি হইতে পারে কেবল মাত্র সাক্ষ্যাদি গ্রহণের পরে যখন অভিযুক্তের দাখিলীয় উক্ত তথ্য-উপাত্ত সাক্ষ্যের অংশ হিসাবে আদালতে আইনানুগ গৃহিত হইবে। ইহার পূর্বে তাহা বিবেচনায় নিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী অত্র মামলার বিচার কার্যক্রম বাতিলের এখতিয়ার কোন আদালতের নাই যাহা উপরোক্ত অভিমতের আলোকে সর্বোচ্চ আদালতের মীমাংসিত সিদ্ধান্ত।

উপরোক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে আমাদের অভিমত যে অত্র রুলে কোন গুণাগুণ না থাকায় তাহা খারিজযোগ্য।

অতএব রুলটি খারিজ করা হইল এবং ইতোপূর্বে প্রদত্ত স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক বাতিল করা হইল। নিম্ম আদালতের বিচার কার্যক্রম যথাযথভাবে চলিবে।

রায়ের অনুলিপি নিম্ন আদালতের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হউক।

বিচারপতি সৈয়দ মোঃ জিয়াউল করিম

আমি একমত।